রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৬, ২০২৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৭—৬৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১—৮৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯—১৯
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১—৮৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ পৌষ ১৪৩১ /১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০১.২৪/৫৬৮**—যেহেতু, জনাব কৌশিক আহমেদ, সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অত্র মন্ত্রণালয়ের আফ্রিকা অনুবিভাগে কর্মরত থাকাকালীন গত ৫ জুলাই ২০২৩ তারিখে ৩০ দিনের অর্জিত ছুটির আবেদন করেন, এবং মন্ত্রণালয়ে তীব্র লোকবল সংকট থাকায় ৩০ দিনের অর্জিত ছুটি দেয়া সম্ভব নয় বলে তাঁকে মৌখিকভাবে জানানো সত্ত্বেও তিনি অননুমোদিতভাবে গত ৬ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ২২৩ দিন মন্ত্রণালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন; এবং

যেহেতু, গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ থেকে কেন অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি কোনো জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে একনাগাড়ে ৬০ (ষাট) দিনের অধিক সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লঙ্ঘন করে চাকুরির শৃঙ্খলার পরিপন্থী আচরণের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'- এর অভিযোগে জনাব কৌশিক আহমেদ-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের স্মারক নং ১৯.০০.০০০০.৮৫৫. ২৭.০০১.২৪/৪০৪ এর মাধ্যমে তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও তিনি তার কোনো জবাব প্রদান করেননি; এবং

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, জনাব কৌশিক আহমেদ তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'- এর অভিযোগে গঠিত অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণীর কোনো জবাব প্রদান না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৩) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব কৌশিক আহমেদ- এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'- এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীত প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

সেহেতু, জনাব কৌশিক আহমেদ, সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এবং সার্বিক পর্যালোচনান্তে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) এর আলোকে, তাঁকে আদেশ জারির তারিখ হতে ৩(তিন) বছরের জন্য ' বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা'-এর লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ড প্রদানের সময়ে তিনি বেতন গ্রেডের যে অবস্থানে ছিলেন দণ্ডের মেয়াদ সমাপনান্তে সে অবস্থানে তাঁর বেতন নির্ধারিত হবে এবং তদনুযায়ী ভবিষ্যৎ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি হবে। উল্লেখ্য, গত ৬ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত তার সর্বমোট ২২৩ দিন অননুমোদিত অনুপস্থিতি 'অসাধারণ ছুটি' হিসেবে গণ্য করা হবে।

জনস্বর্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

মোঃ জসীম উদ্দিন
পররাষ্ট্র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪৩১/৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.১৬.০০১.২৩.২৫১**—The Companies Act. 1994-এর আওতায় Essential Drugs Company Limited (EDCL)-এর মেমোরেন্ডাম এণ্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের 54(3) অনুচ্ছেদের আলোকে এবং ইডিসিএল-এর ১৮৫ তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে জনাব মো: আ: সামাদ মৃধা, পিতা মৃত মো: জৈনদ্দিন মৃধা, স্থায়ী ঠিকানা: আটরশি, সদরপুর, ফরিদপুর-কে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নির্ধারিত শর্তে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। যোগদানের তারিখ ১লা জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য এ নিয়োগ বলবৎ থাকবে। যোগদানপত্রের সাথে প্রার্থীকে সিভিল সার্জন, ঢাকা-এর নিকট থেকে স্বাস্থ্য সনদ দাখিল করতে হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. আবুল কাশেম মোহাম্মদ কবীর
উপসচিব (ঔষধ প্রশাসন-১)।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ পৌষ ১৪৩১/১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৯০.২২-২৯৭**—যেহেতু, ডা: রিতা পাল, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), বদলির আদেশাধীন বাঁশখালী, চট্টগ্রাম (পাঁচলাইশ থানায় কর্মকালীন সময়ের অভিযোগ) ০৭-০৮-২০১৮ থেকে ০৬-১০-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পারিবারিক কারণে অর্জিত ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং মঞ্জুরীকৃত ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করেই বার বার ছুটি বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। তিনি দীর্ঘদিন পর ১৪-০৩-২০২২ তারিখে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেন। বিগত ১৪-১২-২০১৯ তারিখের 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, তিনি দুই মাসের ছুটি নিয়ে কানাডায় গমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় পরিবাব পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'- এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-৭১/২২ রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ২০-১১-২০২২ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৯০.২২-২৪৭ নম্বর স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করায় গত ২২-১২-২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব করে ২১/০৩/২০২৪ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৯০.২২-৪৯ নং স্মারকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৯) মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি মানবিক কারণে তার অপরাধ মার্জনা করার জন্য আবেদন জানান;

০৫। সেহেতু, ডা: রিতা পাল, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ দর্শানোর জবাব এবং নথিপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) এবং ৩(গ) মোতাবেক আনীত **'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'** এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাকে ২(দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার আদেশ প্রদান করা হলো। তিনি দণ্ডের মেয়াদ শেষে স্থগিত সময়ের বেতন বৃদ্ধির সুযোগ প্রাপ্য হবেন না। তার ০৭-১০-২০১৮ হতে ১৩-০৩-২০২২ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

০৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. মো: সারোয়ার বারী
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৬-৬৬৪**—যেহেতু, ডা. শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (১২০৭০৭), মেডিকেল অফিসার, নয়াটোলা জিওডি, ঢাকা গত ২০-০১-২০১৫ খ্রি. হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ১৯-০১-২০২০ খ্রি. তারিখে তার চাকরিতে অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (প্রথম খণ্ড)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার চাকরির অবসান ঘটেছে;

সেহেতু, ডা. শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমানের কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ২০-০১-২০২০ খ্রি. তারিখ হতে তার চাকরির অবসান কার্যকর হবে। ২০-০১-২০১৫ খ্রি. হতে তিনি কোনো ধরনের আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। উক্ত তারিখ হতে তার কোনো বেতন ভাতা উত্তোলন করা হয়ে থাকলে তা সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সাইদুর রহমান
সচিব।

পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪৮.১১.০০৮.২৪-৮৬৯**—বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত চাকুরীকাল বিএসআর (পার্ট-১) এর ৪২(২) এবং ৩০০(বি) নং বিধি অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা নির্দেশক্রমে সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলো:

নং	নাম পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল	বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে চাকরিতে যোগদানের পূর্বে মোট চাকরিকাল
১.	ডাঃ রহিমা খাতুন দোলন (১৫০০৬৬)	২৩-০৩-২০২৩ তারিখ হইতে ২৭-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০১ বছর ০১ মাস ০৪ দিন
২.	ডাঃ ঋতুরাজ ভৌমিক (১৫০০৩৯)	২৩-০৩-২০২৩ তারিখ হইতে ২৭-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০১ বছর ০১ মাস ০৪ দিন
৩.	ডাঃ মোঃ শাহাদাত হোসাইন সরকার (১৫০০০১)	২৩-০৩-২০২৩ তারিখ হইতে ২৭-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০১ বছর ০১ মাস ০৪ দিন

২। বেতন নির্ধারণের জন্য পূর্ব পদের চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে পূর্ব পদে ভোগকৃত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় বাদ যাবে এবং বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান জাহিদ
সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

শোক বার্তা

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩১/২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **২৩.০০.০০০০.০৬০.৯৯.০১০.২৪.৪৯৯**—বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন আসোয়াদ হোসেন রাসেল, (সি), এনজিপি, পিএসসি, বিএন (পি নং ১০৭৩) গত ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে 'PARKINSONS PLUS SYNDROME (MSA-P)' এ আক্রান্ত হয়ে (BROUGHT IN DEAD) মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। উল্লিখিত কর্মকর্তার অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশপূর্বক তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন ও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শামীমা শরমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.১৭৪১**— যেহেতু, জনাব সানজিদা আফরিন (বিপি-৮৭১৪১৬৬২৭৫), সাবেক অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (ক্রাইম), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা বর্তমানে ১১ এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা-কে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, জনাব সানজিদা আফরিন-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (১) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ক্ষুদ্রঋণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৭ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৪১২.১১.০০২.২৪.১১২**—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন (পরিচিতি নং-১৫৩৭৫)- কে বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসাবে নিদের্শক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ অতুল মন্ডল
উপসচিব।

বীমা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৪১১.১১.০০১.২৪-৩৩৯**—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ৯(১)(খ) ধারার বিধান অনুযায়ী সাধারণ বীমা কর্পোরেশন–এর পরিচালনা বোর্ডের পরিচালক হিসেবে ড. দেলোয়ার হোসেন- কে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বর্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফি উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০৩ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৮.২০২২-৬৪২**—যেহেতু, আপনি জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ (বিএভি-১৫০০০০০৩৮), সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট ইতঃপূর্বে ভারপ্রাপ্ত জেলা কমান্ড্যান্ট, নেত্রকোনায় কর্মকালে কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থী ও ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণার্থীদের খাবারের জন্য দৈনিক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ থাকলেও খরচ কম করার নির্দেশ প্রদান করায় জনপ্রতি ৭০ (সত্তর) টাকা হারে অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করেছে। আপনার নির্দেশে অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে নোংরা পরিবেশে অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। আপনি বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (পুরুষ) প্রথম ধাপে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর রেশন উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় ০৫ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ হতে অব্যহতি নিলে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ০৫ জন সদস্যের রেশন সামগ্রী পরবর্তী মাসে সমন্বয় না করে সমন্বয়ের মিথ্যা প্রমাণপত্র তৈরী করে ০৫ জনের রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ করেছেন। আপনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত ০৫ জন সদস্যের রেশন সামগ্রী পরবর্তী মাসে সমন্বয় না করে, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক প্রবীর গাঙ্গুলী এর জাল স্বাক্ষর সম্বলিত রেশন সামগ্রী সমন্বয় করার মিথ্যা আবেদনপত্র তদন্তকালে তদন্ত কমিটির নিকট দাখিল করেছেন। আপনি নেত্রকোনা জেলা কার্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য সুনির্দিষ্ট পদবিধারী কর্মচারী থাকার সত্ত্বেও নৈশ প্রহরী-কে দিয়ে অফিসের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে দাপ্তরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন; এবং

০২। যেহেতু, আপনার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ২৮-০৭-২০২৩ তারিখে বর্ণিত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত দিয়েছেন; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৮-০৭-২০২৪ তারিখে তার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ (বিএভি-১৫০০০০০৩৮), সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট ইতঃপূর্বে ভারপ্রাপ্ত জেলা কমান্ড্যান্ট, নেত্রকোণা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এবং ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ ও দুর্নীতি" এর অভিযোগ;

০৪। সেহেতু, আপনি জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ (বিএভি-১৫০০০০০৩৮), সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট ইতঃপূর্বে ভারপ্রাপ্ত জেলা কমান্ড্যান্ট, নেত্রকোণা এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" এবং "দুর্নীতি" এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক ০১ (এক) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্ন ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১১ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয় : **কুমিল্লা পৌরসভার সাবেক ০১ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা- কে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ০৩ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার এবং কুমিল্লা পৌরসভার সাবেক ০২ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব সৈয়দ জসিম উদ্দিন- কে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ০৫ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্যকরণ প্রসঙ্গে।**

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০২৯.৯৫-২৩০**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, (ক) কুমিল্লা পৌরসভার সাবেক ১ নং ওয়ার্ড কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ০৩ নং ওয়ার্ডে রূপান্তরিত হওয়ায় এবং নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা এর বাসিন্দাগত ঠিকানা: গ্রাম-শাসনগাছা, ডাকঘর-কুমিল্লা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ০৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁকে কুমিল্লা সিটি করর্পোরেশনের ০৩ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো। (খ) কুমিল্লা পৌরসভার সাবেক ০২ নং ওয়ার্ড কুমিল্লা সিটি করর্পোরেশনের ০৫ নং ওয়ার্ডে রূপান্তরিত হওয়ায় এবং নিকাহ্ রেজিস্ট্রার সৈয়দ জসীম উদ্দিন আহমেদ এর বাসিন্দাগত ঠিকানা: গ্রাম-শাহ সুজা মসজিদ রোড ২৮৪, ডাকঘর-মোগলটুলী, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ০৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ০৫ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো।

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ পৌষ ১৪৩১/২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৩৩.২৪-২৬৮—যেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম (৩১৬০৮০৮৩), সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২০) এর ধারা ৯(১) অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানায় ০৬-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখের দায়েরকৃত মামলা নং-০৯ এ গত ০৬-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখে গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে জেল হাজতে আটক রয়েছেন;

যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(২) এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ মোতাবেক জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ-কে গ্রেফতারের দিন হতে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(২) এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ অনুযায়ী গ্রেফতারের তারিখ ০৬-১২-২০২৪ খ্রি. হতে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালে তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মঈন উদ্দীন খান
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০৮ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০১৮.২৩-১১১—যেহেতু, জনাব বিবেক সরকার (পরিচিতি নং-২০৫১৬), প্রাক্তন উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, ভোলা বর্তমানে সচিব, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা, উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলায় কর্মরত থাকা অবস্থায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৪১৮৩/২২ নং রিট পিটিশনের ০১-১২-২০২২ তারিখে প্রদত্ত আদেশটি ১৮-১২-২০২২ তারিখে গ্রহণ করেও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে কাজ করার অভিপ্রায়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর ব্যতিরেকে পত্রটি নিজ জিম্মায় রেখে, প্রায় ০৮(আট) সপ্তাহ পর ০৮-০২-২০২৩ তারিখে নথিতে উপস্থাপন করেছেন। এর ফলে আদালতের নির্দেশ যথাসময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জেলা প্রশাসক, ভোলাকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছে; এ বিলম্ব তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার শামিল। তিনি হাইকোর্টের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চেয়ে ১১ নং বিবাদী মো: আবু ইউসুফ-এর দাখিলকৃত সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-৩৫৭৭/২০২২ এর ভিত্তিতে মহামান্য আদালত সে বিষয়ক পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করার পরই কেবল এ সংক্রান্ত পত্রাদি নথিতে উপস্থাপন করেন তা একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর সততা ও দায়বদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ প্রতিপালন সংক্রান্ত আদেশ নথিতে উপস্থাপনে নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ না করা এবং সরকারি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৬/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮-০২-২০২৪ তারিখের ২৩ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারির মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব বিবেক সরকার ১২-০৩-২০২৪ তারিখে লিখিত জনাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানিতে প্রদত্ত তাঁর মৌলিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ২০-১১-২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব বিবেক সরকার-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব বিবেক সরকার (পরিচিতি নং-২০৫১৬), প্রাক্তন উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, ভোলা বর্তমানে সচিব (উপসচিব), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৪ পৌষ ১৪৩১/১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০১৫.২৩.১১৫—যেহেতু, জনাব মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার (পরিচিতি নম্বর-১৫২৩৫), প্রাক্তন উপপরিচালক (উপসচিব), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা (বর্তমানে উপপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)-এর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এ বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৪/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৭ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারির মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার ০৮-০৪-২০২৪ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০২-০৭-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানিতে প্রদত্ত তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ২০-১০-২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং অভিযোগকারী কর্তৃক লিখিতভাবে অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এবং অভিযোগকারী কর্তৃক লিখিতভাবে অভিযোগ প্রত্যাহার করায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলায় দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার (পরিচিতি নং-১৫২৩৫), প্রাক্তন উপপরিচালক (উপসচিব), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে উপপরিচালক (উপসচিব), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এবং অভিযোগকারী কর্তৃক লিখিতভাবে অভিযোগ প্রত্যাহার করায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলায় দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪৩১/১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৫.২৪-৬১৬—বেগম লতিফা জান্নাতী (পরিচিতি নম্বর ১৬৯৮৩), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঝালকাঠি বর্তমানে নির্বাহী কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জেলা পরিষদ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৩য় পর্যায়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাটিভাঙ্গা (চর ষাটপাকিয়া) এলাকায় বরাদ্দকৃত ১২৮ (একশত আটাশ) টি ঘরের মধ্যে ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি ঘর নির্মাণ না হওয়ায় ঝালকাঠি জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে ঘর নির্মাণ কাজ তদারকি না করা এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্তণালয়ের ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০.২৪-৫৬০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আনীত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে লিখিত জবাব দাখিল করতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ১৭-১২-২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। শুনানিকালে বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনায় বেগম লতিফা জান্নাতী (পরিচিতি নম্বর ১৬৯৮৩), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঝালকাঠি বর্তমানে নির্বাহী কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জেলা পরিষদ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়নি;

৩। সেহেতু, বেগম লতিফা জান্নাতী (পরিচিতি নম্বর ১৬৯৮৩), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঝালকাঠি বর্তমানে নির্বাহী কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জেলা পরিষদ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১০ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.২০.৮০৬—যেহেতু, জনাব মো: আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী (পরিচিতি নং-১৭২৭৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাবতলী, বগুড়া বর্তমানে উপপরিচালক, (সিনিয়র সহকারী সচিব), বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তদন্তে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৪-২০২৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.২০.১৬২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে 'বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখা' নামীয় লঘুদন্ড প্রদান করা হয় ;এবং

০২। যেহেতু জনাব মো: আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী (পরিচিতি নং-১৭২৭৭) উক্ত দন্ডাদেশ বাতিলের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে আপিল আবেদন করলে তাঁর আপিল আবেদনটি নামঞ্জুর হয় এবং পরবর্তীতে তিনি তাঁর উপর আরোপিত দন্ডাদেশ বাতিলের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর পুনরীক্ষণ এর আবেদন করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁর উপর আরোপিত উক্ত লঘুদন্ড বাতিল করার সিদ্ধন্ত প্রদান করেন;

০৩। সেহেতু জনাব মো: আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী (পরিচিতি নং-১৭২৭৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাবতলী, বগুড়া বর্তমানে উপপরিচারক, (সিনিয়র সহকারী সচিব),বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৪-২০২৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.২০.১৬২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁর উপর আরোপিত লঘুদন্ড প্রদানের প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিলপূর্বক বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১০ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয়: জনাব মোঃ আবু রায়হান ভূঞা-কে নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভার ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার এবং জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম-কে ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্যকরণ ও ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত নতুন অধিক্ষেত্র সৃজন প্রসঙ্গে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৪০.৭৫-২২৬—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, (ক) নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভাটি "খ" শ্রেণির পৌরসভা হওয়ায়, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১৩(গ) মোতাবেক ০৩ টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিধান থাকায়, মনোহরদী পৌরসভার ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি মোট ৩টি অধিক্ষেত্র সৃজন করা হলো। (খ) নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আবু রায়হান ভূঞা ০২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে উক্ত পৌরসভার ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে, জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম পৌরসভার ০৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো। (গ) অবশিষ্ট ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়াডের সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রের নিকাহ রেজিস্ট্রার বিষয়ক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার, মনোহরদী, নরসিংদী-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪৩১/২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ১৬.০০.০০০০.০২৭.০৬.০০২.২৩-১৮০—খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করলেন:

ক্র. নং	নাম	ট্রাস্টি বোর্ডের পদবি
১	মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
২	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৩	এডভোকেট জন গমেজ, বাড়ি নং-২৯, রোড নং-৩, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	ভাইস চেয়ারম্যান
৪	জনাব পিউস কস্তা, আরবান দিগন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, ৫-এ, ৬৪, গ্রীনরোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৫	ড. বেনেডিক্ট আলো ডি রোজারিও, ৬২/এ, অঞ্জলী এপার্টমেন্ট, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৬	জনাব মৃগেন হাগিদক, ৩২/৫, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬	সদস্য
৭	জনাব মন্টু পিটার রোজারিও, নাভানা জহুরা মেনর, বাসা নং-১১, ব্লক-১, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৮	জনাবা রীতা রোজলীন কস্তা, ১৬/বি, পূর্ব রাজাবাজার, ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৯	এডভোকেট ফনিন্দ্রনাথ কর্মকার, হোল্ডিং নং-৪৯৬৩, সাধাপুর (গোপের বাড়ী), ঢাকা খ্রীস্টিয়ান সমবায় সমিতি আবাসন প্রকল্প-৩, থানা-সাভার, জেলা-ঢাকা-১২১৬	সদস্য
১০	জনাব জ্যাকশন পিউরিফিকেশন, গ্রাম-ভেটুর, ইউনিয়ন-তুমিলিয়া, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-ঢাকা	সদস্য

২। ট্রাস্টি বোর্ডের মেয়াদকাল ২৮ ডিসেম্বর ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে সরকার কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোনো ট্রাস্টি ইচ্ছে করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসনে বানু
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৮ নভেম্বর ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১৫.৯৯-২০০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, পিতা: মোঃ মাহাতাব শিকদার, মাতা-হাসিনা বেগম, গ্রাম- হোগলাবুনিয়া, ডাকঘর বৈদ্যমারী বাজার-৯৩৫০, উপজেলা- মোংলা, জেলা- বাগেরহাট।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার ৫নং সুন্দরবন ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ২১ পৌষ ১৪৩১/০৫ জানুয়ারি ২০২৫

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭৩.৭৮(১)-১৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ইলিয়াছ, জন্ম তারিখ: ০৫-০৪-১৯৯১ খ্রি., পিতা-সৈয়দ মোহাম্মদ ইউনুছ, মাতা-সৈয়দা হাবিবা আক্তার, গ্রাম-আন্দিকুট, ডাকঘর-সিদ্ধিরগঞ্জ, উপজেলা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার ০৩ নং আন্দিকুট ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

আদেশ

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪৩১/৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১২৭.২৭.০০১.২৪.১০৩০**—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, শৃঙ্খলা বিধান এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৪ এর উপবিধি (৪) এর আলোকে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানের নিমিত্ত উক্ত বিধিমালার তফসিলের প্রথম অংশে উল্লিখিত অতিরিক্ত জেলা জজ/সমপর্যায়ের এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ সমপর্যায়ের পদের বিপরীতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জনস্বার্থে ০১ (এক) বছরের জন্য নিম্নরূপভাবে শিথিল করিল:

ক্রমিক	পদের নাম	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১।	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচারক	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচারকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে ২(দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে ১(এক) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা
২।	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচারক	সিনিয়র সহকারী জজ/ সমপর্যায়ের বিচারকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা	সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আজিজুল হক
উপসচিব (প্রশাসন-১)।